

## সমকালীন রাজনীতির 'মতিগতি' ও একটি সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা

রাহমান নাসির উদ্দিন

একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসাবে, চলমান সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ এবং একে কেন্দ্রীয় বিষয় করে গজিয়ে উঠা চিন্তা-কাঠামো এবং ভাবনা-বলয় থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখা বিশেষ ধরনের একটা নির্মোহ এবং নির্মেদ কসরতের কাম। যা আমার ঠিক হয়ে উঠেনা। রাষ্ট্র ও রাজনীতির গতিপ্রক্রিয়ার সাথে অনিবার্য সম্পৃক্ততার সূত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ, বিনির্মাণ এবং পরিবর্তনশীলতা আমাকে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলে। তাই, বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির 'মতিগতি'কে আমি বিশেষ তাৎপর্য-সহযোগে বিবেচনা করবার চেষ্টা করছি। আমার মাথায় বহুমাত্রিক জিজ্ঞাসা এবং তার সূত্র-ধরে নানান সম্ভাবনা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। আমরা চিন্তাগুলোকে একটু গুছিয়ে লেখবার চেষ্টা করছি।

সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ, নিকট ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এবং এ-সকল ঘটনা-মণ্ডল ও প্রবাহ-প্রক্রিয়ায় রাজনীতিকদের সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা, বাংলাদেশের 'রাজনীতি' এবং রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝবার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসঙ্গিকঅর্থেই, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র, রাজনীতির গতিপ্রবাহে শাসকগোষ্ঠীর আচরণের মমার্থ (meaning of action) এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের চেহারাটা যথাযথ উপলব্ধির ব্যাপারটা জরুরি। কেননা, এই ত্রিমুখী উপাত্তের লাভজনক জ্ঞাতিসম্পর্ক, স্বার্থপ্রবণ আন্তঃসংযোগ এবং ক্ষমতাকেন্দ্রীক মিথস্ক্রিয়ার ভেতর দিয়েই নির্মিত হবে 'ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ'। যার সাথে আমার অস্তিত্ব এবং আমার মতো কোটি নাগরিকের জীবন ও জীবন-মানের হেরেফের হওয়ার জিজ্ঞাসা সম্পৃক্ত। অন্যসব বাদ দিলেও ভাতকাপড়ের নিশ্চয়তা অর্থাৎ 'ভাত' (পেটের ক্ষিধে নিবারণ) ও 'কাপড়' (লজ্জা নিবারণ) জোগাড়ের ব্যাপারটা তো আছেই। পরিস্থিতিকে বাম-মার্কী 'শ্রেণী-শত্রু' নির্ধারণের অতি-ইহজাগতিক তত্ত্ব কিংবা ডান-মার্কী 'হেদায়তি' ভাবনা-বলয়ের পরজাগতিক তত্ত্ব দিয়ে বাছ-বিচার করবার আঁতেল প্রবণতা পরিহার করে কিংবা 'আওয়ামী' ও 'জাতীয়তাবাদি' চিন্তাবলয়ের উর্ধ্বে উঠে একটা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করবার বিষয়টিও অধিকতর জরুরি। কেননা, এদেশের সাধারণ মানুষ ওতো তত্ত্ব বোঝেনা। আর তত্ত্বের তো পয়দা'ই হয়েছে সাধারণ্যে অর্চিত 'এলিট ভাষা' (Elite Language) দিয়ে এবং 'সাংস্কৃতিকভাবে যারা আভিজাত' (Culturally Privileged) তাদের জন্য (দেখতে পারেন, Homi Bhabha, *Nation and Narration*, Routledge, 1990)। মোদ্দাকথায় 'তত্ত্বচর্চা' হচ্ছে একধরনের আভিজাত্যপনা, অন্ততঃ সংবাদপত্রের পাতায় তো বটেই। আর যারা এ 'আভিজাত্যপনা' দিয়ে 'গরিবীয়া' বিশ্লেষণের টেকুর তুলেন, তারাও প্রকারান্তরে একধরনের বৌদ্ধিক 'আভিজাত্যপনা'র (Intellectual Elitism) চর্চা করেন। 'পণ্ডিত' ফলানো কিংবা 'পণ্ডিত' হয়ে উঠবার ক্রমবর্ধমান কাঙ্গালিপনা'ই তাদের বিশ্লেষণ ও ভাবনা-বলয়ের মূল প্রেরণা। আমরা গরিবরা সেই দলে নাই। বাংলাদেশের বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ আসলে কোন দলে বা কোন ধরনের কোন্দলে নাই। এ নি-কৌন্দলীয়, নির্দলীয় তো বটেই, জায়গা থেকেই, বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির ভাব ও ভাষা বোঝার কৌশল করা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা-সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যমান এবং ক্রমগজায়মান রাষ্ট্রচিন্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা। আমি মূলতঃ সাধারণ মানুষের জীবনে রাষ্ট্র কীভাবে নিত্য হানা দেয়, সেই প্রেক্ষিতে সমকালীন রাজনীতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করবো। এর ভেতর দিয়ে একটা অনিবার্য সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টিতে আমাদের সকলের করণীয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দেবার কৌশল করবো।

যে জিজ্ঞাসা-গুলো আমাকে ভীষনভাবে আলোড়িত করে, সেগুলো খুবই সাধারণ জিজ্ঞাসা। সাধারণ মানুষের সাধারণ জিজ্ঞাসা। অসাধারণ (!) মানুষদের সেটা সাধারণত আলোড়িত করেনা। বিদ্যমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার হোক কিংবা রাজনৈতিক সরকার হোক বা নির্বাচিত সরকার হোক কিংবা অনির্বাচিত সরকার হোক, রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার পালাবদলে একজন রিক্সাওয়ালা, মুচি, কুলি, কামার, কুমার, দিনমজুর, কৃষক, ঠেলাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, পানের দোকানদার, গার্মেন্টেসের শ্রমিক, কামলা, কেরাণী, ভিক্ষুক প্রভৃতি সাধারণ মানুষের জীবনে এর নগদ ফলাফলটা আসলে কী? আওয়ামীলীগ কিংবা বিএনপি বা মহাজোট কিংবা ছোটজোট যেই ক্ষমতায় আসুক, এদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনে কি কোন পরিবর্তন আসে?--এ-জিজ্ঞাসা-গুলো আমাকে ভীষন-ভাবে তাড়িত করে। 'জাতিকে' উদ্ধারের ঘোষণা দিয়ে রাজনৈতিক নেতারা বিদ্যুৎ-মাধ্যমের ক্যামেরা খুঁজে। ঢাকা শহরের 'অভিজাত' শোরুমের পাঞ্জাবি পরে, মিছিলের সামনে ক্যামেরায় পোজ দেয়। আবার কেউবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে সংবিধানের 'জ্ঞানগর্ভ' ব্যাখ্যা দিয়ে জাতিকে সাংবিধানিক-ল্যাণ্ডটা (!) না-হওয়ার সবক দেয়। এরকম মেলা তামাসা এবং সার্কাস আমরা দেখেছি। কিন্তু এ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, অবরোধ কিংবা হরতালের নগদ ফল কিন্তু পায় এ সাধারণ গণমানুষেরাই। বলতে গেলে, এদেশের গরীব, অসহায়, নিরীহ ও নির্দলীয় মানুষগুলোই এ সার্কাসের নির্মম বলি হয়। ইতোমধ্যে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের বলি হয়েছে ৪০ জন। সাধারণ মানুষগুলোই ক্ষমতার-রাজনীতির মূল্য শোধ করে, হয় রাস্তায় পুলিশের বা ক্যাডারের গুলিতে নিজের জীবন দিয়ে। অথবা, এদের কাছে রাজনীতির অর্থ হচ্ছে খেয়ে না খেয়ে কোনরকম দিন পার করা। কিংবা যদি অবরোধ/হরতাল শেষ হয় পরের দিন, 'আবার কামে যেতে পারবে'--এ-বাসনায় দিন গোজার করা। উপাস থাকা বউ-সন্তানের মুখে কমসেকম কিছু দানাপানি দিতে পারবে--এ-চিন্তায় আল্লাহ আল্লাহ করা। এসব সাধারণ মানুষের জীবনে রাষ্ট্র আসে 'উপাস থাকবার' নির্মম সুযোগ নিয়ে। রাষ্ট্র হাজির হয় 'আগামীকাল' পরিবারের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে পারবে কিনা--সে সম্ভাবনার অনিশ্চয়তা নিয়ে। এ-সাধারণ মানুষের জীবনে রাষ্ট্র-ভাবনা, রাজনীতি-চিন্তা এবং সরকার-ব্যবস্থার ধারণা ও তাৎপর্য মূলতঃ একবেলা ভালোমতো 'খাওয়া না-খাওয়ার' সাথে জড়িত। অথচ এ মানুষগুলোকেই ছুতা বা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে আমাদের রাজনীতিবিদরা দেশটাকে লুটেপুটে খেয়েছে বা খাচ্ছে। "জনগণকে সাথে নিয়ে, এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে"--জাতীয় বক্তব্য আমরা হরহামেশা শুনি। জবাব দেয়া হয় কিনা সেটা বিচার-সাপেক্ষ কিন্তু এসব মানুষের দাঁত ভাঙতে ভাঙতে যায়-যায়-অবস্থা। "জনগণই এর জবাব দেবে"--এটাও বহুল ব্যবহৃত একটি রাজনৈতিক বাক্য। জনগণ জবাব দেয় কিনা সেটা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ কিন্তু এ-সকল নিরীহ জনগণ জবাবটা ঠিকই পায়। হাড়ে হাড়ে পায়। এ-'জনগণ'ই ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশের রাজনীতির, রাষ্ট্রনীতির, রাজনৈতিক এবং শাসকশ্রেণীর ক্ষমতারোহনের গিনিপিগ হিসাবে। এ সহজ সত্যটা অন্তত এদেশের সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে। এটা একটা মৌলিক অর্জন বলে আমি মনে করি। এ-উপলব্ধিটা জরুরি একটা জোরদার সামাজিক বিপ্লবের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার ক্ষেত্রে। কিন্তু ক্ষমতাকেন্দ্রীক রাজনৈতিক দুবৃত্তায়নের এ অচলায়তনের মধ্যে আটকে গিয়ে, এ মুহূর্তে তাদের কী করার আছে? এটা একটা ওজনদার জিজ্ঞাসা বটে। মূলতঃ বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমার ভাবনা-চিন্তা গুলো এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছে।

বিগত দেড় দশকাধিক কালের অভিজ্ঞতায় একটা বিষয় সাফ হয়ে গেছে, রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণমান এবং বিশেষ শ্রেণীর কিছু সুবিধাবাদি মানুষের মধ্যকার বিবাদ-মান একধরনের তামাসা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার নামে ক্ষমতা দখলের বেপরোয়া 'রাজনীতি-রাজনীতি' খেলা। এ তামাসার

ভেতরদিয়েই সমাজের চরম সুবিধাবাদি একটা শ্রেণী ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। ফলে, যা হবার তাই হয়েছে। স্বার্থপর সুবিধাবাদি লোক যে জাতিরে উদ্ধার করবে--সেটা তো হয়না। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ষোলআনা লুটেপুটে নিয়ে লেপেপুচে খেয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে আঁস্কাঁকুড়ে। সেই আঁস্কাঁকুড়ে গিয়ে অবশিষ্টটুকু চাটবার দুর্নিবার বাসনায় আবার মালগোছ মেরে নেমেছে ক্ষমতার লড়াইয়ে। ক্ষমতার কামড়াকামড়ি দৃশ্যত তামাসা হলেও, এর পরিণামগত দিকটা কতোটা ভয়াবহ হতে পারে, আজকের বাংলাদেশ তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। অন্ততঃ সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট--আমাদের রাজনৈতিক দেওউলিয়াপনার নজির হাজির করে। এটাও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ বটে। যেখানে রাজনৈতিক দেওলিয়াপনা দেয়, সেখানেই একটি শক্তিশালী সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো ক্ষমতায় যাওয়া না-যাওয়ার সম্ভাবনাকে যতোটা বিবেচনায় নেয়, সাধারণ মানুষের জীবন মানের ভালোমন্দ-বিবেচনা বোধ ততোটা নেয়না। ফলে, রাজনীতি হয়ে পড়েছে গণবিযুক্ত। জনস্বার্থ বিরোধী (Against public-interest)। যার ফলশ্রুতিতে, নিবার্চন হয়ে উঠেছে সমাজের উঁচুতলার মানুষের পঞ্চবাৎসরিক 'এলিট-গেম'। উঁচুতলার মানুষের এ 'এলিট-গেইম'-এ নিচুতলার মানুষের জীবনের ও জীবন-মানের কোন হেরফের হবেনা--এটাই তো স্বাভাবিক। এ-যে এ-সব বিষয়-আশয় নিয়ে লেখালেখি এসবও একধরনের 'এলিট-চর্চা' বটে। যে দেশের মাত্র ৭% লোক সংবাদপত্র পড়ে (কলাম পড়ে নেহায়ত ১%-এরও কম লোক এবং তারাও কোন-না কোন-ভাবে সমাজের এলিট শ্রেণীর অংশ। সকলে না হলেও বহুলাংশ তো বটেই!), সে দেশে লেখালেখির মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা আসলে কোন ফলপ্রসূ মাধ্যম হতে পারেনা। কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিকদের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনাগুলোর বিস্তার ও বিকাশ হওয়াটাও জরুরি। সেই জায়গায় 'গণমাধ্যম' হিসাবে সংবাদপত্রের একটা বিকাশ ও বিস্তার-প্রক্রিয়াগত তাৎপর্য আছে নিঃসন্দেহে। যেহেতু, ব্যক্তিগত উপলব্ধির একটা সমষ্টিগত তাৎপর্য ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে, সেহেতু তার সম্প্রসারণটাও জরুরি। আর এ সমষ্টিগত তাৎপর্য যদি সত্যিকার 'গণমাধ্যম' হয়ে জনগণের কাছে পৌঁছানো যায়, তবে একটি সত্যিকার 'সামাজিক বিপ্লব' সম্ভব। এবং একটি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সাধারণ জনগণের কাছে রাষ্ট্র, সংবিধান এবং রাজনীতির পুনর্সংজ্ঞায়ন (Redefining) সম্ভব। পাশাপাশি, এ-সকল 'এলিট' প্রত্যয়-প্রপঞ্চের প্রায়োগিক পুনর্সংজ্ঞায়নের (Practical Redefinition) মধ্যদিয়েই 'জনগণ'কে সত্যিকার অর্থেই 'সকল ক্ষমতার উৎসে' পরিণত করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত জনগণই একটি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড় 'তত্ত্ব'। কোন অর্থেই সুবিধাবাদি ও লুটেরা রাজনীতি ও রাজনৈতিকদের দিয়ে নয়। তাই, এখন আমাদের সকলের দায়িত্ব হচ্ছে একটি 'সামাজিক বিপ্লবের' (Social Revolution) ভিত্তি তৈরী করার লক্ষ্যে মাঠে নামা। জনগণই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।